এমন যদি হতো

বাংলাদেশ হয়তো তার জন্মের পর ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিংবা ঐতিহাসিক সময় পার করছে এখন। কোথাও যখন বাংলাদেশ নামক দেশটির ইতিহাস লেখা হবে কখনও, সেখানে স্বর্নাক্ষরে লেখা থাকবে কয়েকটি নাম ফখরুদ্দিন, মইনুল হোসেন, ও তাদের উপদেষ্টা মন্ডলী, নুরুল ইসলাম ও তার আইন শৃংখলা রক্ষা বাহিনী আর তাদের দ্বারা তৈরী কয়েকটি স্মরণীয় মুহূর্ত। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার সংবাদের পরও এতো আনন্দ লাগেনি যতটা এখন লাগছে। কয়েকজন মহামানব (আমাদের দেশের প্রেক্ষপটে তো বটেই) বাংলাদেশী জাতিটার কপালে লেগে থাকা কলঙ্ক টিকা মোচনের জন্য হাত বাড়িয়েছেন, হাত বাড়িয়েছেন জাতীর ঘাড়ে সিন্দাবাদের ভূতের মতো চেপে বসা নোংরা আর্বর্জনা ঝেড়ে ফেলে দেবার চেষ্টায়। জানিনা কতদূর তারা সফল হবেন কিন্তু শুরুতো করেছেন, সবাইকে বোঝাচ্ছেন জমিদারী আমল শেষ, এখন গনতন্ত্র। কেউই আইনের বাইরে নন, অন্যায়কারী তিনি যেই হন তাকে জনতার আদালতের মুখোমুখী হতে হবে। জনতাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে তাদের রায় নিয়ে ক্ষমতায় আরোহন করে নিজের খেয়াল খুশী মতো লুটেপুটে খাওয়া অনেক হয়েছে, এবার হিসাব দাও। জয়তু ফখরুদ্দীন, জয়তু নূরুল ইসলাম, জয়তু তাদের বাহিনী। তবে বাংলাদেশ যেই বৃত্তে চলে গেছিল সেখান থেকে খারাপ হওয়ার আর কিছু হয়তো ছিল না, যাই হতো এরপর ভালো হতো। স্বাধীনতার পর বোধহয় এই প্রথম বাংলাদেশে সত্যিকারের অর্থে নিরপেক্ষ আর অনেকটা সুস্থ অবস্থা বিরাজ করছে, অপরাধবিহীন শহর / দেশ অনেকটা। অনেক কিছুই এখন নিয়মের আওতায়। নেই এখন ঘন ঘন বিদেশী কুটনেতিকদের খবরদারী মাখানো হুশিয়ারী বক্তব্য বা মেকি উদ্বেগ, নেই নেতা নেত্রীদের দম্ভোক্তি আর অন্তসারশূন্য বিবৃতি।

এমন যদি হতো বাংলাদেশ আর কখনও দুর্নীতির তালিকার প্রথম দিকে নেই, বাংলাদেশ বিমান আবার সুস্থভাবে চলাচল করছে, রাস্তায় নিরাপদে বেরোনো যাচ্ছে ছিনতাই, এসিডের ভয় নেই, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চাদাবাজি নেই, বিদ্যা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ঠিক সময়ে পড়াশোনা হচ্ছে, পরীক্ষা হচ্ছে, শিক্ষকরা হুমকির শিকার হচ্ছেন না। হয়রানির শিকার হলে পুলিশের সাহায্য নেয়ার চিন্তা করছেন সাধারণ জনতা, ডবল হয়রানির ভয়ে পুলিশের পাশ দিয়ে হাটাতো মানুষ ভুলেই গিয়েছিলো, পুলিশ নামে আতঙ্ক ছিল সবার। যেখানে সেখানে যাকে তাকে খুন করে বস্তায় ভরে লাশ ফেলে দিয়ে ক্ষমতার দম্ভ দেখানো আর নেই। নেই ইচ্ছেমতো ছুতো তুলে মেয়েদেরকে অপমান করার প্রয়াস, ধর্মের ধোয়া তুলে বোমাবাজি কিংবা খুন - খারাবীর প্রয়াস, নেই সন্ত্রাসীদেরকে জামাই আদরে আলাদা বাড়িতে লালন পালন করার নির্লজ্জ কাহিনী। এমন যদি হতো যাদের ধরা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি হয়েছে এবং তারা পূর্ণ সাজা ভোগ করেছেন আর কখনও জনসম্মুখে আসার স্পর্ধা দেখাতে পারছেন না। এমন বাংলাদেশ পেতে হলে আমাদেরকে কি করতে হবে? যদি তত্বাবধায়ক সরকার পারেন তবে অন্যরা কেনো পারেন না? তাদের বাধা কোথায়? তত্বাবধায়ক সরকার যদি যোগ্য লোক নির্বাচনের মাধ্যমে লোভকে অতিক্রম করে দেশের ষোল কোটি জনগনকে তাদের নূন্যতম মৌলিক অধিকারের দাবী নিশ্চিত করতে পারেন তাহলে রাজনীতিবিদরা জনসর্মথন নিয়েও কেনো তা পারেন না? তত্বাবধায়ক

সরকারের চেয়ে বেশী জনসমর্থনতো তাদের থাকে, সময়ও বেশী থাকে। তত্বাবধায়ক সরকার আজ যে দৃষ্টান্ত রেখে যাচ্ছেন তাতে ভবিষ্যতে এমন দাবী জনগণের মাঝে উঠতেই হয়তো পারে যে রাজনীতিবিদ চাই না, নির্বাচন চাই না, চাই তত্বাবধায়ক সরকার। দরকার নেই অকার্যকর সংসদের যেখানে রাজনীতিবিদদের ব্যক্তিগত ঝগড়ার বাইরে অন্য কোন আলোচনা হয় না। কি প্রয়োজন এই নাটুকে সংসদের যেখানে কোনদিন সাধারণ মানুষের কথা স্থান পায় না যদিও সাধারণ মানুষের রক্তমাখা পয়সায় এই সংসদের চাকা ঘুরে। কামাল আতাতুর্ক যেভাবে জঞ্জাল পরিস্কার করেছিলেন সেভাবে জঞ্জাল পরিস্কার করার দাবি উঠাও বিচিত্র কিছু না। সতর্ক হওয়ার বার্তা অনেক দেয়া হয়েছে কিন্তু কেউ তা আমলেই নেননি।

দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা ঢুকে ঢুকে এখন এমন অবস্থায় পৌছে গেছে যে অনিয়মই এখন নিয়ম হয়ে গেছে। অব্যবস্থার মধ্যেই মানুষ ব্যবস্থা খুজে নিয়েছে, এরচেয়ে ভালো বা অন্য কিছু কি আছে এখন আমরা জনগণরা তা আর জানি না। এরজন্য কতটুকু আমাদের চরিত্র দায়ী আর কতটুকু রাজনীতিবিদরা দায়ী সেই আলোচনা করতে বসলে অনেক সময় কাটবে বটে কিন্তু ফলাফল খুব সামান্যই হাতে আসবে। চৌর্যবৃত্তি, দুর্নীতি, অনিয়মে চির অভ্যস্ত আমরা হঠাৎ করে ভি,ও,আই,পি ফোন বন্ধে অস্থির হয়ে যাই, সমস্ত ভুল ত্রুটি টাকা দিয়ে মিটিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে ঘুষ নিয়ে দৌড়াই, ফুটপাতের হকার উচ্ছেদে আমাদের কষ্ট লাগে। ফুটপাত যে হাটার জন্য সেটা আমরা ভুলে গিয়ে সেখানে বাজার করাটাই আমরা বেশী স্বাভাবিকভাবে জানি আজ। তবুও ভাগ্যের ফেরের কারণে আমরা সাধারণ জনগণতো সবধরনের অবস্থাই জানি কিন্তু এখন ভাবতে ভালো লাগে ভি,আই,পিরা যাদের রাজকীয়ভাবের জন্য আমাদের দিন এভাবে কাটে আজ, তাদেরও এখন জানা হোক যানজটে লোকের কতো কষ্ট হয়, বিদ্যুৎ ছাড়া সময় কেমন যায়, পানি ছাড়া কিভাবে কাটে দিন। অনেকেই বলছেন দেশকে আজকে এই হীরক রাজার পরিস্থিতি থেকে বের করে সুস্থতার দিকে ফিরিয়ে আনার এই প্রয়াসে সেনাবাহিনীর বিরাট নীরব ভূমিকা আছে। যদি তাইই সত্যি হয় তাহলে সেনা বাহিনীকেও লাল সেলাম। বিচার বিভাগ পৃথীকিকরন, দুর্নীতি দমন কমিশনকে স্বয়ং সর্ম্পূনভাবে কাজ করতে দেয়া, টেলিভিশন বেসরকারী করণের যে আইসক্রীমগুলো এতো দিন নির্বাচনের আগে জনগণের কাছে প্রতিজ্ঞা করা হতো আর সেগুলো ক্ষমতায় তারা দশ বছর বা পনর বছর ধরে থেকেও করে উঠতে পারতেন না তাদের প্রবল আন্তরিক ইচ্ছা থাকা সত্বেও, এমনই অসম্ভব ঘটনাগুলোকে মাত্র একমাসে সম্ভব হওয়ার আলো দেখিয়েছেন তত্বাবধায়ক সরকার। বুঝিয়ে দিয়েছেন "ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়", বছরের পর বছর ধরে তালবাহানার কোন দরকার হয় না।

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে যাদের জন্ম, তাদের অনেকেই ঠিকমতো জ্ঞান হওয়া অবধি প্রথমে শুধু এরশাদের সময় দেখেছেন, এরশাদের আর সামরিক শাসনের নিন্দা শুনেছেন তারপর প্রবল রক্তাক্ত আন্দোলনের মাধ্যমে দেখলেন দেশের গনতন্ত্রের বিকাশ, কিন্তু আজকে গনপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশের শাসকদের অবস্থা দেখলে মনে হয় তাদের তুলনায় সামরিক এরশাদ নিতান্ত শিশু ছিলেন, তারা যা ঘটাচ্ছেন এরশাদ সাহেব হয়তো স্বপ্নেও এগুলোর কল্পনা করেননি। ৯০ এর আন্দোলনকে যদি ০ টাইম হিসেবে গননা করা হয় তাহলে আজকের বাংলাদেশ নিঃসন্দেহে -১৫ টাইম যদিও সেই দিন যারা রক্ত দিয়েছিলেন তারা +১৫ টাইমের স্বপ্নে বিভোর হয়ে সেই আশায় রক্ত দিয়েছিলেন। তারা কোনদিন ভাবেননি হয়তো রাজাকার প্রধান জাতীয় পতাকা উড়িয়ে সরকারী গাড়িতে আসা যাওয়া করবেন, সরকার প্রধান সন্ত্রাসীর কবরে মাল্যদান করবেন কিংবা লাখো লাখো মানুষকে দুর্ভোগের চরম সীমানায় দাড় করিয়ে রেখে যুবরাজরা ক্রিকেট খেলবেন

এবং তারপর রাজকীয় খাওয়া দাওয়া সারবেন। কিন্তু তারপরও মনে বিরাট একটা আকাংখা রয়ে যায়, যা দুঃস্বপ্ন দেখার আমরা দেখে নিয়েছি, আমাদের সন্তানরা যেনো থাকে দুধে ভাতে। তাদের যেনো আর হীরক রাজার কর্মকান্ড না দেখতে হয়। প্রচুর অর্থনৈতিক উন্নতির যে সম্ভাবনা এ দেশটিতে বিরাজ করছে তা যেনো মুষ্টিমেয় কিছু লোকের লোভের কাছে পরাজিত না হয়ে যায়। সবার ঘরে যেনো সে সুফল পৌছে।

অন্তর থেকে ধন্যবাদ জানাই বিবেচক তত্বাবধায়ক সরকারকে, সফল হোক দেশকে সুন্দর করার তাদের এই সৎ প্রচেষ্টা। সুস্থ নির্বাচনের জন্য যারা আগে সুস্থ পরিবেশ তথা দেশব্যাপী সুস্থতা ফিরিয়ে আনতে বদ্ধ পরিকর, তাদের সবাইকে অসংখ্য অভিনন্দন। অসুস্থ লোকদের দ্বারা কখনই সুস্থ নির্বাচন, সুস্থ কেনো কিছুই হতে পারে না। তাছাড়াও, অল্প কিছুদিনের জন্য হলেও আমরা সাধারণ জনগণ অনুভবতো করতে পেরেছি,

আমরা সবাই রাজা আমাদেরই রাজার রাজত্বে

তানবীরা তালুকদার
১৫।০২।০৭